ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৭০৯
জিরানীয়া, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

গত ২৯. ৮. ২০২৫ তারিখে 'স্যন্দন পত্রিকায় 'দমকলে দুর্নীতি আড়ালের চেষ্টা' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটি অগ্নিনির্বাপক ও জরুরি পরিষেবা দপ্তরের নজরে এসেছে। এ বিষয়ে দপ্তর থেকে স্পষ্টিকরণে জানানো হয়েছে যে, প্রকাশিত সংবাদটি অসত্য ও ভিত্তিহীন। সংবাদটি কেবল অধিকর্তাকেই নয়, স্বরাষ্ট্র (অগ্নি নির্বাপক ও জরুরি পরিষেবা) বিভাগ এবং রাজ্য সরকারেরও ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকাশিত সংবাদের প্রতিটি বিষয়ের বিরুদ্ধে তথ্যগত প্রতিবেদন এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

সংবাদে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের অধিকর্তা চারজন ড্রাইভার সহ তিনটি গাড়ি ব্যবহার করছেন বলে যা প্রকাশিত হয়েছে তা অসত্য। বাস্তবতা হল, দপ্তরের অধিকর্তা পর্যায়ক্রমে ২টি গাড়ি ব্যবহার করছেন। উক্ত দুটি গাড়িতে দুজন চালক দায়িত্ব পালন করছেন। বিগত কয়েক বছর ধরেই সকল অধিকর্তার সময়েই এই নিয়মেই চলছে।

পাঁচ জন দমকলকর্মী অধিকর্তার জন্য 'আর্দালি' হিসেবে কাজ করছেন বলে যা প্রকাশিত হয়েছে তা অসত্য। দপ্তরের কর্মসংস্কৃতির অবনতি হচ্ছে বলে সংবাদের যা উল্লেখ করা হয়েছে তা সত্য নয়। বাস্তবতা হল, ফায়ার স্টেশন/রাজ্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য ভবন নির্মাণ, বিভিন্ন ধরণের ফায়ার টেন্ডার সংগ্রহ, বিভিন্ন ধরনের অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম এবং আনুষঙ্গিক সংগ্রহ, প্রতিটি ফায়ার স্টেশন/ইউনিট/অফিসের জন্য কম্পিউটার ক্রয় ইত্যাদি দপ্তরের সার্বিক উন্নয়নের উদাহরণ। ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিসেস দপ্তর ই-অফিসের ১০০ শতাংশ বাস্তবায়ন অর্জন করেছে, ২০২৩-২০২৪ অর্থবর্ষে জেমের মাধ্যমে ক্রয়ের জন্য তৃতীয় স্থান অর্জনের জন্য ত্রিপুরা সরকারের অর্থ দপ্তর কর্তৃক পুরস্কৃত করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে তেলিয়ামুড়ার চাকমাঘাটে একজন ট্রাক চালকের মৃত্যু একটি দুঃখজনক ঘটনা। কিন্তু ঐ বিশেষ ঘটনার জন্য পুরো দপ্তরের কর্ম সংস্কৃতি নিম্নমানের বলা মোটেও যুক্তিসঙ্গত নয়। ফায়ার সার্ভিস, পুলিশ, টি এস আর, সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার, আপদা মিত্র সবাই মিলে কয়েক ঘন্টা চেষ্টা করেও ট্রাক চালককে বাঁচানো যায়নি। কারণ দুর্ঘটনাটি মারাত্মক আকারের ছিল।

সংবাদে উল্লেখিত একদল কর্মকর্তা যানবাহন মেরামতের নামে অর্থ লুট করছে বলে যা অভিযোগ করা হয়েছে তা সত্য নয়। প্রতিটি যানবাহন মেরামতের কাজ সংশ্লিষ্ট ফায়ার স্টেশন থেকে রিকুইজিশন পাওয়ার পর করা হয়। সকল প্রযোজ্য বিধি ও আইন যথাযথভাবে অনুসরণ করে মেরামত করা হয়।

রেসকিউ অপারেশন সংক্রান্ত কোনও জিনিসপত্র ক্রয় করার ক্ষেত্রে কোনো কমিশন না থাকায় বিভাগ কর্তৃক ক্রয় করা হচ্ছে না বলে সংবাদে যা প্রকাশিত হয়েছে তা সত্য নয়। বর্তমানে প্রচুর পরিমাণে অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম এবং আনুষাঙ্গিক সংগ্রহের কাজ চলছে যেমন- বি এ সেট, টারপুলিন, ব্ল্যাঙ্কেট, লাইভ জ্যাকেট, লাইফ বি বোয়ে, জেনারেটর (৭.৫ কে ভি এ), জেনারেটর (১০ কে ভি এ), কার্বন-ডাই-অক্সাইড, বোল্ট কাটার, ডেলিভারি হোজ, ট্রাস লেডার, হুক লেডার, ডায়মন্ড চেইন স, পোর্টেবল পাম্প ইত্যাদি। এরমধ্যে ১৩টি জিনিস ইতিমধ্যেই বিভাগে পৌঁছে গেছে। সকল পণ্যই দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন এবং DFPR নিয়ম-নীতি মেনে করা হচ্ছে।

*****